দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... APR 1 4 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৮

ছাত্রলীগের আলটিমেটামের মেয়াদ শেষ ॥ বিএম কলেজের অচলাবস্থা কাটেনি

স্টাফ রিপোর্টার, বরিশাল থেকে ॥ সরকারী ব্রজমোহন কলেজে অচলাবস্থা বিরাজ করছে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতির অভিযোগে অধ্যক্ষসহ তিনজন শিক্ষককে ছাত্রলীগ অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে। অধ্যক্ষের কক্ষে তালা ঝুলিয়ে দেয়া হয়। অধ্যক্ষ কলেজে আসছেন না। প্রশাসনিক কাজকর্ম বন্ধ। ঠিকমতো ক্লাস হচ্ছে না। সোমবার তিন শিক্ষককে অপসারণের জন্য ছাত্রলীগের বেঁধে দেয়া সময় শেষ হয়েছে। অন্যদিকে সোমবার ছাত্রলীগ কর্মীরা ক্যাম্পাস থেকে ছাত্রমৈত্রীর নেতা-কর্মীদের লাঞ্ছিত করে বের করে দিয়েছে। সব কিছু মিলিয়ে কলেজ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে। ব্রজমোহন কলেজে এখন গুজবের ছড়াছড়ি। শোনা যাচ্ছে, অধ্যক্ষকে ওএসডি করা হচ্ছে। আবার শোনা যাচ্ছে, তিনি বিএল কলেজের অধ্যক্ষ পদে যোগদান করছেন। কেউ কেউ বলছেন, তিনি তদ্বিরের জোরে এ যাত্রাও টিকে যাবেন। ছাত্র ও ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে সমঝোতা করে বহাল থাকবেন। তবে এর কোন সত্যতা নিশ্চিত নয়। কার্যত কলেজের প্রশাসনিক কার্যক্রমে চরম অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে। যদিও অধ্যক্ষের পক্ষে অনেক কাজ উপাধ্যক্ষ করছেন, তবে তা সীমিত গণ্ডিতে। কলেজে ক্লাস প্রায়ই হচ্ছে না। ভর্তি কার্যক্রম স্বীয় গতিতে চললেও সেখানেও ঢিলেমির সৃষ্টি হয়েছে। সৃষ্ট অচলাবস্থার নিরসন না হলে কলেজ পরিস্থিতি আরও অবনতি ঘটতে পারে।

ছাত্রলীগ গত ৪ এপ্রিল অধ্যক্ষ সাইদুল ইসলাম, প্রাণিবিদ্যা বিভাগীয়প্রধান খান হাবিবুর রহমান ও ইতিহাসের প্রভাষক ওয়ালিউল ইসলামকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতির অভিযোগে ক্যাম্পাসে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে এবং তাদের অপসারণ দাবি করে ৭ দিনের সময় দেয়া হয়।